পাঠক ফোরাম

প্রত্যাশা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেদিন ক্ষমতা গ্রহণ করে তারপর থেকেই জনগণের কাছে প্রধান দুই নেত্রীর ওয়াদা দেয়া শুরু হয়েছে। দুই নেত্রী জিমি কার্টারের কাছে বলেছেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক তারা মেনে নেবেন। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন, সূক্ষ্ম নয়, স্থূল কারচুপি হয়েছে। এর আগে ১৯৯১ সালে বলেছিলেন, সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। শেখ হাসিনা ফলাফল মেনে নিতে রাজি নন। তিনি নিজেই কথা রাখতে ভুলে গিয়েছেন। শেখ হাসিনার সূক্ষ্ম ও স্থূল কারচুপির অভিযোগ এখন তার 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' উক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনাকে বলছি, ফলাফল মেনে নিয়ে সংসদে আসুন, নিজের ওয়াদা পালন করুন। সরকারি দল ও আপনার দল মিলে দেশের জনগণের জন্য কাজ করবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

তুহিন
ধর্মসাগরের পশ্চিম পাড়, কুমিল্লা

প্রসঙ্গ : কারচুপি

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলো। নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে এক ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করল চারদলীয় জোট। কিন্তু সন্দেহজনকভাবে কিছু প্রশ্নের জন্ম নিয়েছে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয় আগে থেকেই বলেছিলেন দুই তৃতীয়াংশ আসনে জয় লাভ করবেন। অবিশ্বাস্যভাবে সেরকমই হয়েছে। বিএনপি নেত্রী কিভাবে এতটা নিশ্চিত করে বলতে পারলেন? তবে কি নীলনকশার মাধ্যমে এ বিজয় হয়েছে? আর তাই যদি না হবে তাহলে আওয়ামী লীগের এই ভরাডুবির নেপথ্য কারণ কি? আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক অতীত? নাকি আরো কোনো জটিল রহস্য এর পেছনে কাজ করছে।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং, বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা

সাধু সাবধান!

আওয়ামী লীগ দেশে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে কিন্তু তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে দলীয় সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কারণে। দলীয় নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাস মানুষের সহ্য সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। তাই চারদলীয় জোট তথা বিএনপিকে বলছি, প্রথমে মাটির নিচের সন্ত্রাসী না খুঁজে চোখের সামনে নিজ ঘর থেকে শুরু করুন সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন, এরপর এগিয়ে যেতে থাকুন। নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া ওয়াদাগুলো পূরণে সচেষ্ট হোন, রেডিও- টেলিভিশনকে সাহেব-বিবির বাক্স ('৮২-'৯০) বিবি-গোলামের বাক্স ('৯১-'৯৬) এবং বাপ বেটির বাক্স ('৯৬-২০০১) এসব থেকে মুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন (আওয়ামী আমলের শেষ পর্যায়ে করা আয়ত্তাধীন স্বায়ত্বশাসন নয়) দিয়ে দেশের ১৩ কোটি মানুষের বাক্সে পরিণত করুন। সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সংযত আচরণ করুন, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা, দুর্নীতি দমন ব্যুরো, পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করাসহ প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করুন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো সিদ্ধান্ত দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এবং বিরোধীদলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম আওয়ামী লীগের মত বিএনপি'র লোকেরা হল, বিপণি বিতান, টার্মিনাল এমনকি বরাদ্দ পাওয়ার আগেই এমপি হোস্টেল পর্যন্ত দখল করা শুরু করেছে। এখনই এসবের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, ৫ বছর পর আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে, জনগণ ভোটের মাধ্যমে রায় দেবে। অতএব সাধু সাবধান!

শহীদুল ইসলাম, আল-মদিনা, সৌদি আরব

ভেবে দেখুন

গত ৫ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক ২০০০-এর ফোরামে প্রকাশিত ফেরদৌস রায়হান-এর 'বিএনপি ও এটিএন বাংলা' লেখাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, 'শাবাশ বাংলাদেশ' অনুষ্ঠানে প্রচারিত জেমস-এর গানটি কোনো রাজনৈতিক গান নয় একথা ঠিক। তেমনি মুক্তিযুদ্ধ কারো একক সম্পত্তিও নয়। যে দল আন্দোলন শুরু করেছিল পুলিশের হাতে একজন তরুণীর ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদ থেকে, বলতে পারেন সেই দলের কর্মীরা ধর্ষণের শততম পূর্তি অনুষ্ঠান করে কিভাবে? হীনমনের পরিচয়ের কথা বলছেন? বলতে পারেন কারো জন্ম পরিচয় এবং ব্যক্তি চরিত্র নিয়ে কুৎসা কি মনের পরিচয় দেয়?

সোহানা চৌধুরী
ধানমন্ডি, ঢাকা

নামাজের জন্য

দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন লোক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রেলওয়ে আন্তঃনগর সার্ভিসে কোনো অজুর ব্যবস্থা নেই। অজুর স্থান না থাকার দরুন বাথরুমের ভেতরে অজু করতে হয়। গাড়ি চলন্ত অবস্থায় বাথরুমে অজু করলে জামা কাপড়ে নাপাকি লাগার সম্ভাবনা থাকে। তাই নামাজের জায়গার কক্ষের সাথে অজু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ওবায়দুল হক খন্দকার লিটন
সরকারি টিটি কলেজ, বরিশাল

আহবান

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। স্বাধীনতার পর এদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিগত সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে নতুন সরকারের কাছে চাহিদাও অনেক বেশি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরপরই দেশের প্রধান বিরোধী দল গণতন্ত্র বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দিচ্ছেন। তাদের মনে রাখা উচিত জনগণ তাদেরও ভোট দিয়েছেন হোক তা কম বা বেশি। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত নতুন একটি সরকার দেশ পরিচালনায় মনোযোগী হবে এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু বিরোধী দল যদি সহযোগিতার মনোভাব পরিহার করে অগণতান্ত্রিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তবে কি সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা সম্ভব? তাই নতুন বিরোধীদলকে আমরা নেতিবাচক রাজনীতি ত্যাগ করে গণতন্ত্রের পথে গঠনমূলক বিরোধীদলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান করছি।

গুল রেহান আনোয়ার, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা

শিক্ষক রাজনীতি

শিক্ষাঙ্গন যদি মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান হয় তবে এর কারিগর শিক্ষকগণ। দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের গড়ে তোলার কাজ এই মহান পেশার ব্যক্তিদের। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে আজ শিক্ষকরাও ছাত্রদের পাশাপাশি নিজ দায়িত্ব থেকে সরে এসেছেন। ছাত্রদের কাজ এখন দলীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা আর শিক্ষকদের কাজ তাতে প্রশ্রয় জোগানো। আর এর মূলে রয়েছে দেশীয় রাজনীতি। আমাদের রাজনীতি আজ পচে গেছে। যেখানেই তা আশ্রয় নিচ্ছে সেখানেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে। শিক্ষাঙ্গনও এর ব্যতিক্রম নয়। এই পচে যাওয়া রাজনীতি ধর্ষণের মতো কুকর্মের প্রশ্রয় জোগায় আর দলীয় লেজুড়বৃত্তি করা শিক্ষকেরা তাতে সমর্থন জোগান। এই যদি হয় শিক্ষাঙ্গন রাজনীতি তবে ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষক রাজনীতিও বন্ধ করা হোক। কারণ ছাত্র এবং শিক্ষক পারস্পরিক নির্ভরশীল।

কাজী হৃদয়
মিরপুর, ঢাকা

কেন পরাজয়

আওয়ামী লীগ কি একবারও ভেবেছে নির্বাচনে তাদের ভরাডুবির কারণ। আওয়ামী লীগের দলীয় কিছু মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছিলেন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত। তন্মধ্যে মায়া চৌধুরী, হাজী সেলিম, জয়নাল হাজারী, হাজী মকবুল, শামীম ওসমান, ডা. ইকবাল উল্লেখযোগ্য। এমপি পুত্ররা হত্যা, বাড়ি দখল, প্লট দখল, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মাকান্ডে ছিলেন ব্যস্ত।

টোকাই

বিরোধীদলকে কোণঠাসা করে রাখা, হরতালের সময় বিরোধীদলের কর্মীদের নির্যাতন ও হয়রানি, মিথ্যা মামলা, বিকল্প ব্যবস্থা না করে হকার ও বস্তি উচ্ছেদ। আইন-শৃঙ্খলার সার্বিক অবনতি। মোদ্দাকথা আওয়ামী লীগের পরাজয়ের কারণ আওয়ামী লীগ নিজেই।

মতিউর রহমান
মগবাজার, ঢাকা

আফগানিস্তান ডট কম

আফগানিস্তান বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। গড় আয়ু তেতাল্লিশ বছর। এখানে শিশু ও মায়ের মৃত্যুর হার সর্বাধিক। গত বিশ বছরের যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে মৃত্যু বিশ লাখ। এর ভেতরে নব্বই ভাগই সাধারণ নাগরিক। আহতের সংখ্যা ত্রিশ লাখ। পাকিস্তান ও ইরানের শরণার্থী শিবিরে আছে চল্লিশ লাখ আফগান।
আফগানিস্তানের ভেতরে শরণার্থীর সংখ্যা বিশ লাখ। মরুভূমির গরম আর পাহাড়ের শীতে মানবেতর জীবন যাপন। প্রতি চারটি শিশুর মধ্যে একটি পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে মারা যায়। মোট জনসংখ্যার মাত্র বারো শতাংশ মানুষের জন্য আছে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

আন্দোলনের যৌক্তিকতা

বিগত সরকারকে অনুরোধ জানাবো নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দেয়া রায়কে ন্যূনতম সম্মান দেখানোর জন্য। শেখ হাসিনার বর্তমান আন্দোলন কর্মসূচি অবশ্যই নিন্দনীয়। সামনে আরো ভয়াবহ কর্মসূচির অপেক্ষায় তিনি। শেখ হাসিনা বলেছেন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ আন্দোলন জনগণের বিরুদ্ধে নাকি চার দলীয় ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে! বলা যায় না, বিদ্রোহী জনগণ বলে উঠতে পারে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট এস্‌ত্রাদা'র মত 'হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ো'।

কলি
ফেনী

অভিনন্দন

এবছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার জন্য এই শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হলো। এবারের পাওয়া নোবেল শান্তি পুরস্কারের কিছুটা হলেও অংশীদার বাংলাদেশ। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনা সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনা সদস্যরা দক্ষতা এবং সুনামের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। অনেকে দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় জাতিসংঘ ও এর মহাসচিবের সাথে আমরাও এই আনন্দ ভাগ করে নিতে চাই। সারা বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় কফি আনান সফল হোন এবং আমরাও এই প্রচেষ্টার সাথে যেন সম্পৃক্ত থাকতে পারি এটাই সবার কাম্য।

মোঃ সাব্বির ভূঁইয়া
পর্যটন মোটেল রাজশাহী

মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা আমাদের দেশে এমনিতেই কম। যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিগত বেশ কয়েক বছরে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণে দু' একজন ছাড়া তেমন কেউ এগিয়ে আসেনি। অথচ নতুন প্রজন্মের দেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে জানা দরকার। বর্তমান নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিসভায়, প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী একটি অংশ যুক্ত হয়েছে। এতে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র নির্মাণে কোনো প্রভাব পড়বে? কোনো বাধা আসবে না তো?

ইরফান
পাঠানটুলি ১ম লেন, চট্টগ্রাম

বিপন্ন মানবতা

আমেরিকার নিউইয়র্ক এবং পেন্টাগনে হামলা সত্যিই অবিশ্বাস্য। মুহূর্তে ১১০ তলার টুইন টাওয়ার ধসে পড়ে। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রেই ৪০ সহস্রাধিক লোক কাজ করে। এছাড়া প্রতিদিন প্রায় দেড় লক্ষাধিক লোকের যাতায়াত এখানে। কত লোকের মৃত্যু ঘটেছে তার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও এ পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজারে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্ল হারবারে বিমান হামলার পর এত বড় দুর্ঘটনার কথা আর জানা যায়নি। কিভাবে এই অমানবিক ঘটনাটি ঘটে গেল, তার সঠিক কোনো কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে ওসামা বিন লাদেন এবং প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গ্রুপকে সন্দেহ করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন, অপরাধীকে খুঁজে বের করা হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। এই হামলায় যারা মারা গেছেন তারা সাধারণ মানুষ। এই অমানবিকতাকে মেনে নেয়া যায় না। সভ্যতার এ যুগে বর্বরতার সীমাহীন পরিণতির দিকে মানুষ যাবে তা কারও কাম্য নয়। নিরপরাধ মানুষের ওপর যে অবিচার ঘটে গেল, তা বিশ্ব মানবতার জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। তবে সন্দেহের বশে কারও ওপর যদি অযথা প্রতিশোধ নেয়া হয় তা হলে সেটাও হবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

মারিয়া আরাফাত, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

প্রতিবাদ

জাতীয় পার্টি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েও আজ জাতীয় রাজনীতিতে স্বসম্মানে টিকে আছে। তেমনিভাবে আমেরিকা যতই হামলা করুক তালেবানরাও টিকে থাকবে যুগ যুগ ধরে। অন্যায় এ ইঈ-মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে আফগান নাগরিকদের উদ্দেশে আমাদের প্রেরণার বার্তা– অন্যায়ের কাছে নত নাহি কর শীর/ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যাও বীর।

কল্প
রায়ের বাজার, ঢাকা

ভিক্ষার রাজনীতি

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভায় বলেছিলেন, 'আমি জাতির কাছে এবং আপনাদের কাছে দু' হাত তুলে নৌকা মার্কায় ভোট ভিক্ষা চাই'। কিন্তু দেশের জন্য কোনো প্রকার কাজ না করে, দেশের মানুষের কাছ থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন না করে ভোট ভিক্ষার মাধ্যমে জয়লাভ সম্ভব নয়। জনগণ কখনোই তাদের ভোট ভিক্ষা দেবে না। তা প্রমাণ হল নির্বাচনের মাধ্যমে।

সাইফুল
মিতালী হোটেল, রিয়াদ